Copy   এই চিঠি কৌশিকের দাদার ফটোর কাছে রাখা হয়   10th Dec 1987 - Bombay.

পরমপ্রিয় দাদা, অনন্ত ভুবনের মঙ্গলময়, সৃষ্টির, স্থিতির আদি অনাদি-গোবিন্দ,

Arun বলেছে Dada is excellent, beautiful, fit and strong, Looks 40/45 years' young অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণও, তিনি তো আপনার কথা মত চির নবীন চির সুন্দর হবেনই। সত্যসুন্দর। (এখন তো তাই) কিন্তু জীবের জন্যে, আমাদের জন্যে, আমাদের জন্যে দেহে ভোগ জমিয়ে ভোগেন, বুঝতে দেন না। যদিও আপনার দেহ পঞ্চভূতের এই দেহ নয়। এটা আপনারই প্রেমের ভোগ। অব্যক্ত। আমরা বুঝতে পারি না— বুঝতে দেন না।

তবে হরিশ জয়সুরিয়া ও তার স্ত্রী আপনারই ~~প্রেমের~~ প্রেমের প্রেরণায় আপনাকে Los Angeles এ নিয়ে রয়েছে। প্রায় দু'মাস। চোখের চিকিৎসার জন্যেই হোক আর অন্য যে কারণেই হোক 'সর্ব্ব কারণের কারণ' হেতু নারায়ণ। একই বাড়ীতে, একই খাওয়া দাওয়া, বিশেষ করে বিদেশে থাকা। এও miracle যেমন জীবজগতে, আপনারই সৃষ্টিতে, বিশ্বের মঙ্গলের আবির্ভাব এই প্রথম। আগেও হয়নি হবেও না আর। এই দাদা বা দাদাজী যুগ চলল। আপনারই বেদ বাক্য আর আমার অভিজ্ঞতা। হরিশ ও দর্শনাকে সাধু, সাধু, বলা ছাড়া আর কী বলব। বিশেষ ওদের বাড়ীতেই ছবি বা পটে দাদা বাণী সত্যনারায়ণ সঙ্গে নারায়ণী বৌদির পূজা ও আরাধনা, এই প্রথম। ওরা এখন আপনাকে যুগল মিলনে সম্মিলনে উপভোগ করছে তাদের সাধনার পরিণাম এই। প্রতি মুহূর্ত্ত বিশ্বরূপ দর্শন। অনন্ত দাদার পূর্ণ প্রকাশ। এই রকম সারা বিশ্বই ক্রমে ক্রমে দাদাময় হয়ে যাবেই। সৃষ্টিতে মহোৎসব। আপনার পাশেই দেখতে পাচ্ছি এখানে থেকে তিনটি গোপী গোপীনি (মনে) চন্দ্রকলা, অঞ্জু ও Arun ~~[illegible]~~ Millions। আপনার অপূর্ব্ব সমন্বয়। কৃষ্ণের রাসলীলা, বৃন্দাবন লীলা বা ব্রজলীলার ~~উৎকর্ষ~~ উৎকর্ষ। রবীন্দ্রনাথের কথায়— "তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে ~~[illegible]~~ মহৎ"। রাম বলুন, কৃষ্ণও বলুন, গোপাল গোবিন্দই বলুন, সত্যনারায়ণই বলুন সব সমন্বয়ে এই অমিয় জ্যোতির্ময় অনন্ত দাদা, যাকে চিঠি লিখছি। আছেন Los Angeles এ, আছেন সর্বত্র, চৌদ্দ ভুবনে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একই সাথে লীলা করছেন। লীলাময় হরি। আবার লীলাতীত, মনাতীত, নিরাকার, স্থান যথা তথা অবস্থায়। কোনও ফাঁক নেই no gap no time + space। এই ~~এ~~ অনন্তেরই আছে বিস্ময়কর ঐশ্বর্য্যে যা দিয়ে আপনার ইচ্ছায়, সবাই অভিজ্ঞতা ~~করে~~ করেছে ও করে। অনন্তের সুগন্ধ। His fragrance DADAJI।

তাকেই, আমি তব মালঞ্চের
হব মালাকার ...
রবীন্দ্রনাথ —

যখন চিঠিটা পড়া হয়
সবাই কেঁদেছে।

প্রণাম — অঞ্জু বাগচি